ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিন: সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

মো. জুলকারনাইন, রাজিয়া সুলতানা
মোঃ সহিদুল ইসলাম, মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম

৭ জুন ২০২৬
(পরিমার্জিত সংস্করণ ২১ জুন ২০২৬)

প্রেক্ষাপট

- কর্তৃত্ববাদী চৌর্যতন্ত্রের পতন-পরবর্তী বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত - দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়লাভের মাধ্যমে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের সরকার গঠন

- বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহার, দলের চেয়ারপার্সনের নির্বাচনী বক্তৃতায়, শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণায়

- ইতোমধ্যে নতুন সরকার গঠনের পর নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিভিন্ন খাত ও মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা

- নতুন সরকার গঠনের পর সরকারের কিছু অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত যেমন সংসদ নেতা হিসেবে দলের সংসদ সদস্যগণের শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা না নেওয়ার ঘোষণা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্য কোনো কোনো সরকারি সুবিধা বর্জন, যেমন জ্বালানিসহ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের মতো অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন

যৌক্তিকতা

- জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শসহ নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা
- ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ
- বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গীকার ও জুলাই সনদের পাশাপাশি দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে এবং টিআইবির ধারাবাহিক সুশাসন বিষয়ক গবেষণা ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন সরকারের কাছে ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন
- নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নবগঠিত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ; যার ধারাবাহিকতায় পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. সরকারের বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশেষত দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অঙ্গীকার ও তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা

২. বিভিন্ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

গবেষণার পরিধি

বিষয়	পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র
জাতীয় সংসদ	সংসদ গঠন, সংসদীয় কার্যক্রম (জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি)
বিচার বিভাগ	আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বিচারিক কার্যক্রম, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার
নির্বাহী বিভাগ	মন্ত্রীসভা গঠন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কার্যক্রম (জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি)
স্থানীয় সরকার	আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, প্রশাসক নিয়োগ, নির্বাচন প্রস্তুতি, নিয়মিত কার্যক্রম
সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ	আইন সংস্কার, দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ, অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, দুর্নীতির বিচার
মানবাধিকার সংরক্ষণ	আইন সংস্কার, মানবাধিকার কমিশন গঠন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি
তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ	তথ্য কমিশন গঠন, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার
গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা	গণমাধ্যম কমিশন গঠন, গণমাধ্যম কর্মীদের হয়রানি, নির্যাতন, মত প্রকাশ, ইত্যাদি
অন্যান্য খাত/ মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম	ব্যাংক ও আর্থিক খাত; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জলবায়ু; অন্যান্য

গবেষণা পদ্ধতি

- **গবেষণার ভিত্তি:** বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহারের ওপর ভিত্তি করে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ
- **তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি:** গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ ও ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার ও বিশ্লেষণ; বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই
- **তথ্যের উৎস:** সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া/ চূড়ান্ত); সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত ও বিশ্লেষণ; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট
- **গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সময়:** ১৭ ফেব্রুয়ারি - ২৭ মে ২০২৬ (সরকারের ১০০ দিন)

গবেষণা ফলাফল

১০০ দিনে সরকারের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ

- সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট নেওয়ার বিশেষ সুবিধা বাতিল
- প্রধানমন্ত্রীর চলাচলে ভিভিআইপি প্রটোকল এবং বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা সীমিত করা
- প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নেওয়া, জ্বালানিসহ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার, এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ বাসভবন ব্যবহার না করা
- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের প্রটোকল দিতে ডিসি-এসপিদের উপস্থিতির চর্চা বাতিল করা
- ব্যক্তিগত সফরে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সরকারি সুবিধা নিলে ব্যয় পরিশোধ করার নির্দেশনা জারি
- অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বিদেশে পাচায় হওয়া অর্থ ফেরত আনতে ৩টি দেশের সাথে চুক্তি; একটি দেশে পাচারকৃত সম্পদ জব্দ
- সরকারি কর্মচারীদের সকাল ৯টায় কার্যালয়ে উপস্থিতি ও প্রথম চল্লিশ মিনিট অন্য কোনো কাজে কার্যালয়ের বাইরে না যাওয়া বাধ্যতামূলক করা এবং অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ও দপ্তর ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ; প্রধানমন্ত্রীর সকাল ৯ টায় মন্ত্রণালয়ে উপস্থিতি ও তদারকি

১০০ দিনে সরকারের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ...

- কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও খাতের সেবা কার্যক্রম তদারকির ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের আকস্মিক পরিদর্শন ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা গ্রহণ
- নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের ১৮০ দিনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার ঘোষণা
- নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে দৃশ্যমান সাফল্য প্রমাণে ব্যর্থ বা গাফিলতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা; ৬ মাস পর মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের ঘোষণা
- কৃষক কার্ড; দারিদ্র নিরসন ও নারীর ক্ষমতায়নে ফ্যামিলি কার্ড; খাল খনন; বৃক্ষরোপণ; ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রধানদের ভাতা প্রদান; ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া কার্ড ও ক্রীড়া ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন
- সংসদীয় কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত এবং বিরোধী দলকে একজন প্রার্থী নির্ধারণের প্রস্তাব
    - জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট না করার কারণে বিরোধী দল থেকে প্রার্থী নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত; তবে সরকারী দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের জন্য পদটি উন্মুক্ত রাখা
- সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৫টি স্থায়ী কমিটি (বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি, সংসদ কমিটি, কার্য উপদেষ্টা কমিটি, বেসরকারী সদস্যদের বিল সম্পর্কিত কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি) ও ২টি বিশেষ কমিটি গঠন
    - অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত ১৩৩টি অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্যের এবং জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় ১০ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠন

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা...

পর্যবেক্ষণ

- পূর্বের সংসদগুলোতে সাধারণত প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হলেও ত্রয়োদশ সংসদে এখন পর্যন্ত অধিকাংশ কমিটি গঠিত না হওয়া
- সংসদে গঠিত কমিটিগুলোতে সরকারি দল থেকে অধিকাংশ সদস্য নেওয়া এবং ৭টি কমিটির কোনোটিতেই বিরোধীদল থেকে সভাপতি (চেয়ারম্যান) নির্বাচন না করা
    - অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইয়ে জন্য গঠিত ১৩ সদস্যের বিশেষ কমিটির ১০ জনই ক্ষমতাসীন জোটের, বিপরীতে বিরোধী দলের সদস্য মাত্র ৩ জন
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন বিষয়ে সরকারের অবস্থান এখনও সুস্পষ্ট নয়

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা: জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত করা
- আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদকে অবহিত রাখা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে জমা পড়া ২,৫০৯টি প্রশ্নের মধ্যে ১,৭৭৮টির উত্তর প্রদান
- প্রথম অধিবেশনের ২৫ দিনে মোট ৪০ ঘন্টা আলোচনা; ২৮০ জন সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ
- প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে সংসদে বিতর্ক
- বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিবাদ এবং সংসদীয় রীতি অনুযায়ী কয়েকবার ওয়াকআউট
- উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের বসার স্থানের (‘পরিদর্শন কক্ষ’) ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পর্যবেক্ষণ

- জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সক্রিয়তা এবং মন্ত্রণালয়গুলোর জবাবদিহির দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত; তবে অধিকাংশ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এখনও গঠিত না হওয়ায় বিভিন্ন বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি ব্যাহত
- একাদশ সংসদের তুলনায় ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনে ব্যয়িত সময় কম হলেও অধিক সংখ্যক সংসদ সদস্যের আলোচনায় অংশগ্রহণ
- সদস্যদের সকলের কথা বলার সুযোগ প্রদান; সংসদের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন রক্ষায় স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের ভূমিকা প্রশংসিত হলেও কিছু ক্ষেত্রে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে বৈষম্যের অভিযোগ
- সংসদে ২২০ জন প্রথমবার সদস্য হওয়ায় অনেকের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহের পাশাপাশি দক্ষতার ঘাটতি ও নিয়মভঙ্গ; সংসদীয় শৃঙ্খলা বিঘ্নিত
- সংসদের প্রথম অধিবেশনে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়নি; তবে একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের বক্তৃতার সময় কয়েকজন সংসদ সদস্যের শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকারের পক্ষ থেকে শিষ্টাচার বজায় রাখার অনুরোধ
- বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ ওয়াকআউট করলেও সংসদ বর্জনের চর্চা লক্ষ করা যায়নি

পর্যবেক্ষণ...

- একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য কর্তৃক দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আমেরিকার সাথে বাণিজ্যচুক্তি, হামের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সংসদে উত্থাপন করা হলেও আলোচনা না হওয়া
- সংসদ সদস্যদের যাতায়াত ভাতা দেওয়া হলেও একজন সংসদ সদস্যের সরকারি গাড়ির দাবি গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ও জনসেবার দর্শনের পরিপন্থী হিসেবে সমালোচিত
- বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নে সকল দলের সদস্যের একমত হওয়া, যেমন উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের পরিদর্শন কক্ষ নাম দিয়ে বসার জায়গার ব্যবস্থা করা যা উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা হরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে বলে বিবেচিত

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা: আইন প্রণয়ন

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত ১৩৩টি অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন এবং প্রতিবেদন দাখিল (২ এপ্রিল ২০২৬)
- জাতীয় সংসদের ২৫ কার্যদিবসের প্রথম অধিবেশনে ৯৭টি অধ্যাদেশ সরাসরি এবং ১৩টি সংশোধনীসহ পাস হয়ে আইনে পরিণত; ৭টি অধ্যাদেশ রহিত এবং ১৬টি অধ্যাদেশ অধিকতর যাচাইয়ের জন্য স্থগিত

পর্যবেক্ষণ

- সময় স্বল্পতার মধ্যে (দিনে গড়ে ৪.৫টি অধ্যাদেশ পাসের প্রয়োজনীয়তা) বিপুল সংখ্যক অধ্যাদেশ পর্যালোচনার চাপ নিয়ে কিছু বিতর্ক ও সমালোচনা থাকলেও ১৩৩ অধ্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি
- রহিত/ স্থগিত অধ্যাদেশ সংশোধন করে আইনে পরিণত করার সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ না দেওয়া
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার কমিশন, দুদক, গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ রহিত/স্থগিত করা সরকারের অঙ্গীকারের বিপরীতমুখী হিসেবে আলোচিত

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা: আইন প্রণয়ন...

পর্যবেক্ষণ...

- বিল উত্থাপন ও রহিতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির মূল সুপারিশ গ্রহণে ব্যত্যয়; সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে বিরোধী দলের সদস্যসহ সরকারদলীয় সদস্যের ভিন্নমত বিবেচনায় না নেওয়া
- স্থগিত করা অধ্যাদেশগুলোর কয়েকটির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন করে পাশ করার সুযোগ থাকলেও তা না করা; পক্ষান্তরে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করবে এমন ধারাসহ অনেক অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা
- অংশীজনদের প্রত্যাশা ও সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন না করেই বেশ কয়েকটি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা; যেমন, 'সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬', 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৬', 'জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬', 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬', 'সরকারি হিসাব নিরীক্ষা আইন, ২০২৬'

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা: সংবিধান সংস্কার

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন
- আইনসভা, মন্ত্রীসভা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিচার বিভাগের মাঝে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা
- প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের মেয়াদ অনূর্ধ্ব পরপর দুই বার করা
- সংসদে উচ্চ কক্ষ প্রবর্তন করা এবং উচ্চ কক্ষে ১০% নারী সদস্য রাখা
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন
- সংবিধান সংস্কারে জুলাই সনদে যে আঙ্গিকে ঐকমত্য ও স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো সে মতে বাস্তবায়ন

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও গণভোটের রায় ও প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সংসদে বিতর্ক; সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে অবস্থান বিএনপির
- পরবর্তী (বাজেট) অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপনের পাশাপাশি সরকারি ও বিরোধী দলের (সরকারি ১২ এবং বিরোধী ৫) সমন্বয়ে ১৭ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা: সংবিধান সংস্কার...

পর্যবেক্ষণ

- সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে শপথ ইস্যুতে এবং সংবিধান 'সংস্কার' ও 'সংশোধন' নিয়ে ভিন্ন অবস্থান; জাতীয় স্বার্থে মৌলিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারার চর্চা অব্যাহত
- আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠন বিষয়ে জুলাই সনদে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট থাকায় তা বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা
- সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান নিয়ে সংসদে বিতর্ক; সংসদে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না এলে বিরোধী দলের রাজপথে আন্দোলনের হুমকি
- জুলাই সনদ নিয়ে সরকারি দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে জনমনে সংশয়;
  - প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বারবার জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে বলা হলেও দলের অন্যান্য নেতাদের ভিন্ন বক্তব্য; যেমন সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন "সংস্কারের 'বাহানায়' যদি নির্বাচন হতে না দেয়, সে জন্য সবকিছুতে আপস করে জুলাই জাতীয় সনদে সই করেছি"
- সংবিধান সংস্কারে সংসদে বিশেষ কমিটি গঠনে বিরোধী দলের ৫০% সদস্য রাখতে বিরোধী দলের প্রস্তাব; তবে সরকারি দলের আপত্তি

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- মাসদার হোসেন মামলার আলোকে বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল শক্তিশালীকরণ ও বিচারপতি নিয়োগ আইন প্রণয়ন
- অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- জাতীয় সংসদে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫; সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ বাতিল করা
- সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত করে এই সচিবালয়ের সিনিয়র সচিবসহ ১৫ জন কর্মকর্তাকে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত
- বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিষয়ক আইন প্রণয়নে অধিকতর যাচাই-বাছাই ও অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা...

পর্যবেক্ষণ

- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত তিনটি অধ্যাদেশকে রহিত করার মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে সরকারের পিছু হটার ইঙ্গিত; এর মধ্যে দিয়ে সরকারের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক অঙ্গীকারের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ
  - এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের দৃশ্যমান কোনো অবস্থান গ্রহণ লক্ষ করা যায়নি
- 'ভারসাম্য ও অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের' যুক্তিতে সরকার পরবর্তীতে এই আইনগুলো সংশোধন করে বিল আকারে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেও এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ অনুপস্থিত

বিচার বিভাগ: আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে মামলা জট কমিয়ে আনা; হয়রানিমুক্ত বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
- বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে সততা ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার
- আইনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে স্থায়ী প্রসিকিউশন/এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'দ্য কোড অব সিভিল প্রসিডিউর (সংশোধন) বিল, ২০২৬' পাশ; সমন জারির ক্ষেত্রে এসএমএস ও ভয়েস কল ব্যবহার, অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে আরজি ও লিখিত জবাব দাখিল, সরাসরি জেরা এবং ডিক্রি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সহজিকরণ ইত্যাদি বিধান যুক্ত
- ৩০৪টি বিচারকের পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন ও ১৫০ জন সিভিল জজ নিয়োগ কার্যক্রম চলমান
- ৪০ জনকে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি প্রদান
- বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের মাধ্যমে অধস্তন আদালতের ৯৬৮ জন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ; আরও ৫৫৩ জনের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান

বিচার বিভাগ: আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার...

উদ্যোগ/পদক্ষেপ...

- বিচারিক সেবা ডিজিটালাইজড করতে ই-বেইলবন্ড, বিচারিক সেবায় প্রযুক্তির সহায়তা সম্প্রসারণ; পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত 'ই-জুডিসিয়ারি' প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পুনর্গঠনের কাজ চলমান
- দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে বিচারব্যবস্থার গতি বাড়াতে হাইকোর্টে একদিনে ৭,১০৪টি মামলার নিষ্পত্তি (৩,৮৪২টি পুরাতন ক্রিমিনাল মিস ও ৩,২৬২টি পুরাতন রিট মামলা নিষ্পত্তি)

পর্যবেক্ষণ

- মামলা জট কমানো, বিচার ব্যবস্থা আরও গতিশীল ও জনবান্ধব করতে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ
- বিচার ব্যবস্থার গতি বাড়াতে পুরাতন ক্রিমিনাল মিস ও রিট মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি ইতিবাচক হলেও একদিনে অধিকসংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে 'মিসক্যারিজ অব জাস্টিস' হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি

বিচার বিভাগ: বিচারিক কার্যক্রম

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

➢ আইনের শাসন ও আইনের ঊর্ধ্বে কেউ না থাকার অঙ্গীকার

➢ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানসহ ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সংঘটিত সকল মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- কর্তৃত্ববাদী সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে জেলা কমিটি এবং আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন
    - বিএনপির তথ্য অনুযায়ী ২০০৭-২০২৪ পর্যন্ত দলের নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মোট রাজনৈতিক মামলার সংখ্যা ১,৪২,৯৮৩টি; ইতোমধ্যে ২৩,৮৬৫টি রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও বাকিগুলোর প্রক্রিয়া চলমান
- কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময় এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার চলমান
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে দায়েরকৃত জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো যাচাইয়ের জন্য একমাসের মধ্যে জেলাভিত্তিক তথ্য প্রদানের নির্দেশ
- সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও ‘গায়েবি’ (হয়রানিমূলক) মামলা পর্যালোচনা ও প্রত্যাহারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশ

বিচার বিভাগ: বিচারিক কার্যক্রম...

- বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের অভিযোগ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে আইসিটির প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠনের উদ্যোগ
- মেহেরপুরে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান - ২৯ কার্যদিবসের মধ্যে মামলার রায় ঘোষণা
- সোহাগী জাহান তনুর হত্যাকাণ্ডের দশ বছর পর মামলায় অগ্রগতি; একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা গ্রেফতার

পর্যবেক্ষণ

- রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা করা, মামলা প্রত্যাহার বা জামিন দেওয়ার চর্চা অব্যাহত; ভিন্নমতের মানুষের বিচারের ক্ষেত্রে এখনো পুরোনো সংস্কৃতি বিদ্যমান
  - একদিকে দ্রুততার সাথে সরকারি দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে করা হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, অন্যদিকে সাংবাদিকসহ ভিন্ন মতের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূল মামলা দায়ের এবং বারবার জামিন স্থগিত
- সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি, মুনিয়া ও ত্বকী হত্যার বিচারে জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি হলেও এসব মামলায় কোনো অগ্রগতি নেই

নির্বাহী বিভাগঃ মন্ত্রীসভা গঠন

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন (প্রধানমন্ত্রী, ২৫ জন মন্ত্রী, ২৩ জন প্রতিমন্ত্রী)
- এছাড়া মন্ত্রীর পদমর্যাদার ৫ জন উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদার ৫ জন উপদেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রীর ৫ জন বিশেষ সহকারী নিয়োগ

পর্যবেক্ষণ

- সরকার গঠনের সময় ছোট মন্ত্রিসভা হওয়ার কথা বলা হলেও গতানুগতিক বড় মন্ত্রিসভা গঠন; একই মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা-কিছু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দৃশ্যমান
- সরকার গঠনের সময় মন্ত্রণালয় বণ্টনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক
    - কয়েকজন মন্ত্রীকে তাদের অভিজ্ঞতা বা প্রত্যাশার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান
    - অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে একইসাথে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ
    - মন্ত্রী হিসেবে কয়েকজন বিতর্কিত ও সমালোচিত ব্যক্তিকে নিয়োগ; ঋণ খেলাপি বা ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ
- মন্ত্রীসভায় নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব কম; নারী ৩ জন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ১ জন, আদিবাসী ১ জন (সদ্য পদত্যাগ করেছেন)

নির্বাহী বিভাগ: জনপ্রশাসন

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন
- প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন
- মেরিটোক্রেসির বাংলাদেশ বিনির্মাণ: মেধা, সততা, সৃজনশীলতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দলীয়করণ রোধ
- জুলাই অভ্যুত্থানকালে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ
- স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পাঁচ লক্ষ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ
- পে-স্কেল বাস্তবায়ন

নির্বাহী বিভাগ: জনপ্রশাসন...

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- সরকার গঠনের পর প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল
- সরকারি দপ্তরে ই-ফাইলিং সেবা ও স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তদারকি বৃদ্ধি
- ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনায় রাজনৈতিক পরিচয়ের বদলে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের ঘোষণা; ৫ লক্ষ নতুন সরকারি কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে বিভিন্ন মেয়াদে ৩,১১০টি শূন্য পদে নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ
- ১ জুলাই ২০২৬ থেকে তিন ধাপে নবম জাতীয় পে স্কেল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত; বেতন-পেনশন বৃদ্ধি, নিম্ন ও মধ্যম স্তরের কর্মচারীদের অধিক সুবিধা, গ্রেড বৈষম্য কমানোর পরিকল্পনা
  - পে স্কেল বাস্তবায়নে ৩৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের পরিকল্পনা

নির্বাহী বিভাগ: জনপ্রশাসন...

পর্যবেক্ষণ

- প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন নিয়ে কোনো অগ্রগতি না থাকা
- মেধাভিত্তিক প্রশাসনের অঙ্গীকার সত্ত্বেও প্রশাসনের শীর্ষপদে দলীয় অনুগত অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং প্রশাসনিক নিয়োগ, পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে দলীয় বিবেচনার চর্চা অব্যাহত; দলীয় বিবেচনায় পদায়ন এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বৃদ্ধির কারণে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ
- গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ এবং কিছু ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তিদের নিয়োগ
- নিয়োগ, বদলি, পদায়নের ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, তথ্যের ঘাটতি ও তাড়াহুড়া করে প্রজ্ঞাপন জারির কারণে বদলি, পদায়ন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ও বিতর্কের সৃষ্টি; অনেকের বদলি আদেশ অমান্য
- বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বদলি, পদায়ন কিংবা নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারির পর বিতর্কের মুখে অন্তত ১৫ জনকে প্রত্যাহার

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
- সেবা বান্ধব পুলিশ বাহিনী গঠন
- অনলাইন সেবা
- পুলিশ কমিশন আইন পুনঃপরীক্ষা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- সরকার গঠনের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ঘোষণা; কিশোর গ্যাং, অনলাইন জুয়া, সংঘবদ্ধ অপরাধ, মাদক, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ দমনে অভিযান পরিচালনা
- পর্যায়ক্রমে মাঠ থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার শুরু, এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি পুলিশ বাহিনীর ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত
- মব ভায়োলেন্স প্রতিরোধে সরকারের কঠোর অবস্থান গ্রহণের ঘোষণা; এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জোরালো ভূমিকা পালনের নির্দেশ

উদ্যোগ/পদক্ষেপ...

- ১০ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু
- পুলিশের ভাবমূর্তি রক্ষায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং বাংলাদেশ পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে বড় ধরনের রদবদল
- গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, অর্থনৈতিক অবকাঠামো, গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং জনসমাগমস্থলের নিরাপত্তা জোরদার করা
- ঢাকার রাস্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ

পর্যবেক্ষণ

- 'পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ-২০২৫' সংশোধন করে জাতীয় সংসদে পাশ করার কথা বলা হলেও কী ধরনের সংশোধন করা হবে তা সুস্পষ্ট না করা
- বিএনপি পূর্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনে সম্পৃক্ত থাকার কারণে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্তির দাবি করলেও সরকার গঠনের পর র‍্যাবকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ; র‍্যাবকে বহাল রেখে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ
- কর্তৃত্ববাদী শাসনামলের বিতর্কিত ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের লবিইং এবং অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে পদোন্নতি ও সুবিধাজনক দপ্তরে পদায়ন অব্যাহত থাকার অভিযোগ

আইন-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার...

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা
- সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জারি করা 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংসদে আইন হিসেবে পাশ না করা; পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশ বাতিল করে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬'-এর একটি খসড়া প্রণয়ন
- এছাড়া 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬' সংশোধন করে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন

পর্যবেক্ষণ

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ বাতিল করার প্রতিবাদস্বরূপ কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সব সদস্যের একযোগে পদত্যাগ
- খসড়া মানবাধিকার কমিশন আইনের বিভিন্ন ধারা মানবাধিকার কমিশনের গঠন, ভূমিকা, ক্ষমতা, কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ-সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাস্তবে স্বাধীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জনপ্রত্যাশা পূরণ, প্যারিস নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সাংঘর্ষিক
- খসড়া আইনে মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন তদন্তের এখতিয়ার খর্ব করা এবং কমিশনের ওপর সরকারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি
  - খসড়ায় মূলত কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে প্রণীত ২০০৯ সালের আইনের ধারাসমূহের পুনর্বহাল
- গুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি

পর্যবেক্ষণ...

- অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে করতে না পারা; ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি ও অপহরণের ঘটনা উদ্বেগজনক
- কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা অব্যাহত; ঢাকায় সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই কিশোর
- বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা লক্ষণীয় - গণপিটুনি ও মব সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হলেও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা
  - বিভিন্ন স্থানে মাজার এবং ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত; ঢাকা, কুষ্টিয়া, সিলেটে মাজার ও বাউল সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর এবং একজন পীরকে পিটিয়ে হত্যা
  - কারা হেফাজতে মৃত্যু
  - ক্ষমতাসীন দলের এক নেতাকে নিয়ে ফেসবুকে সমালোচনামূলক পোস্ট দেওয়ার জেরে একজনকে পিটিয়ে হত্যা

স্থানীয় সরকার

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্বশাসিত ও ক্ষমতাবান করা
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি বৃদ্ধি ও খবরদারিমুক্ত করা
- পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- সকল সিটি কর্পোরেশন এবং ৪২টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ
- স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সহিংসতামুক্ত করতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ - ডামি প্রার্থী ঠেকাতে জামানত বৃদ্ধি, অনলাইনে মনোনয়ন জমা, প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে সমর্থকদের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার ইত্যাদি শর্ত বাতিল/সংশোধনের আশ্বাস
- অক্টোবর ২০২৬ থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনা
- হকার ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফেরাতে ‘ঢাকা শহরের হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৬’ প্রণয়ন; হকারদের ডিজিটাল নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক; নিবন্ধনের মাধ্যমে হকারদের মাঝে স্মার্টকার্ড বিতরণ শুরু

পর্যবেক্ষণ

- ‘বিশেষ পরিস্থিতি বা জনস্বার্থে’ জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট বিলসমূহ পাস - স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের অন্তরায়
- সকল সিটি কর্পোরেশন এবং ৪২টি জেলা পরিষদে দলীয় বিবেচনায় প্রশাসক নিয়োগ যাদের অনেকের পরবর্তী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা, যা তাদের নির্বাচনে প্রতিযোগিতায় বাড়তি সুবিধা দিবে
- প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ভবনে সংসদ সদস্যদের জন্য ‘পরিদর্শন কক্ষ’ বরাদ্দের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের ওপর সংসদ সদস্যদের প্রভাব বিস্তার ও হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি; একইসাথে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকেও প্রভাবিত করার আশঙ্কা
- রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার অঙ্গীকার করা হলেও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হকারদের রাস্তা ও ফুটপাতে স্থান বরাদ্দ দেওয়া - নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে হকার কার্ড বিতরণের অভিযোগ
- ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ‘ময়লা বাণিজ্য’ হাতবদল

সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- দুর্নীতি দমনে পদ্ধতিগত ও আইনি সংস্কার
- দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃশ্যমান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ন্যায়পাল নিয়োগ
- দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে আইন ও পদ্ধতিগত সংস্কার এবং কমিশনার নিয়োগে নতুন আইন প্রণয়ন
- জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ওপেন **গভর্নমেন্ট** পার্টনারশিপ'-এর পক্ষভুক্ত করা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- টিআইবির প্রস্তাবে দুদক সংস্কারের প্রতিশ্রুতিসহ দুর্নীতিবিরোধী কর্মকৌশল গ্রহণে এবং ২০২৮ সালের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলন বাংলাদেশে আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতি
- দুদকের আইন সংশোধনের উদ্যোগ; দুদকের কাছে আইন মন্ত্রণালয়ের খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব এবং খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান মর্মে সংবাদ প্রকাশ, যদিও সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা বিদ্যমান

সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ...

পর্যবেক্ষণ

- সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ ৩ মার্চ ২০২৬ পদত্যাগ করলেও কমিশনার নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন বা কমিশনার নিয়োগে অগ্রগতি নেই; কমিশনের কার্যক্রম স্থবির
- 'দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫' বাতিল করে পূর্বের (২০০৪ সাল) আইনে ফিরে আসা; দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সাথে বিএনপিসহ সকল দল একমত হলেও দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে সরকারের পিছু হটার ইঙ্গিত
- কমিশনার শূন্যতা এবং আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতায় অনুসন্ধান, মামলা ও চার্জশিট দাখিল, অভিযুক্তদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থবির
  - দুদকে প্রতিদিন জমা হওয়া নতুন অভিযোগ অনুসন্ধান, মামলা দায়ের ও তদন্ত অনুমোদন না হওয়ায় অভিযোগ ও ফাইলের জট তৈরি; দুর্নীতি-সংক্রান্ত মামলা ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা বাড়ার আশঙ্কা
  - কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর জমা হওয়া ১৫ হাজার অভিযোগ এবং এর মধ্যে ভিআইপি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৩,৫০০ মামলা দায়ের এবং ৩০০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্রোক ইত্যাদি চলমান কার্যক্রম স্থবির

সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ...

পর্যবেক্ষণ...

- সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে পরিকল্পনা দৃশ্যমান না থাকা
- সংসদ সদস্য ও সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্তদের আয়-ব্যয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশ এবং রিয়েল-টাইম অডিট সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা ও উদ্যোগ না থাকা
- ‘ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ’ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা ও উদ্যোগ না থাকা
- বিভিন্ন দপ্তরে সিন্ডিকেট সক্রিয়; যেমন-
  - গণপূর্ত অধিদপ্তরে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে একই পদে ঢাকায় বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত; দুর্নীতির অভিযোগে বদলির আদেশ দিলেও কার্যকর করতে না পারা, কয়েকজন অভিযুক্ত কর্মকর্তার পদোন্নতি
  - পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল ডিপোতে কিছু অসাধু কর্মকর্তা, স্থানীয় সিন্ডিকেট ও জাহাজের নাবিকদের যোগসাজশে তেল চুরি

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

➢ কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনা; দুর্নীতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ ও চিহ্নিত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- অস্বাভাবিক লেনদেন তদন্তে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক ৫ উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারীর ব্যাংক হিসাব তলব
- দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থ পাচার ও জালিয়াতি প্রতিরোধে ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ ও তা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনে বিএফআইইউ-এর নির্দেশ
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে গৃহীত কার্যক্রম চলমান-
    - যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশীদের পাচার হওয়া জব্দকৃত সম্পদ দেশে ফেরত আনতে সরকারের আইনি প্রচেষ্টা অব্যাহত
    - পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে ১৪১টি মামলা; ১৫টি মামলায় চার্জশিট দাখিল ও ৬টি মামলায় রায় প্রদান (২৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত)
    - আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স কর্তৃক চিহ্নিত ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১১টি মামলায় শেখ হাসিনা পরিবারের সংশ্লিষ্টতায় পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে আইনি প্রক্রিয়া চলমান

অর্থ পাচার রোধ...

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গৃহীত কার্যক্রম চলমান-

- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের বড় ছয়টি শিল্পগোষ্ঠীর পাচারকৃত অর্থ ও বিদেশী সম্পদ অনুসন্ধান ও উদ্ধারে বাংলাদেশের ১০টি ব্যাংকের সাথে একাধিক বহুজাতিক আইনি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের ৩৬টি 'নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর
  - পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার নির্দেশ
- পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) কর্তৃক বিদেশে পাচার হওয়া প্রায় ৪৪ কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি দেশে ফিরিয়ে আনা
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থপাচারের প্রধান গন্তব্য ১০টি দেশে অনুসন্ধান; মালয়েশিয়া, হংকং ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের 'পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি' স্বাক্ষরে সম্মতি জ্ঞাপন; বাকি ৭টি দেশের সাথে প্রক্রিয়া চলমান

অর্থ পাচার রোধ...

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গৃহীত কার্যক্রম চলমান-

- পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে ২৩টি দেশে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) করা; ২১টি দেশে এমএলএআর প্রক্রিয়াধীন
- বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে সাইপ্রাস সরকার কর্তৃক এস আলম ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পত্তি জব্দের আদেশ যা পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

পর্যবেক্ষণ

- ঋণখেলাপি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ এবং দুর্বল ব্যাংকের অভিযুক্ত শেয়ারধারীদের ব্যাংকের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার মতো বিতর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ

গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- মিডিয়া কমিশন গঠন এবং তথ্য ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
- মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের নৈতিকতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কাঠামো গঠন
- ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থার সমন্বয়ে গুজব, ভুয়া খবর, ঘৃণামূলক বক্তব্য ও অপপ্রচার রোধ

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট যুগোপযোগী করে প্রেস কাউন্সিলকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর গণমাধ্যমবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী কার্যক্রম চলমান
- গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম ধাপে জুন ২০২৬-এর মধ্যে একটি পরামর্শ কমিটি গঠনের ঘোষণা
- দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস
- সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন এবং ভুয়া সাংবাদিকতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণসহ ‘প্রকৃত সাংবাদিকদের’ একটি পূর্ণাঙ্গ অনলাইন ডাটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ
- সাংবাদিকদের পেশাগত মর্যাদা, বেতন-কাঠামো এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি রোডম্যাপ তৈরির ঘোষণা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ...

- ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন বা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'রুলস অফ বিজনেস'-এর ও অন্যান্য আইনি সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করার উদ্যোগ
- সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে পেশাগত কাজ করতে অক্ষম বা অসমর্থ, শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ ও চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ সাংবাদিকদের এবং সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কার্যক্রম চলমান
- সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত বাতিল হওয়া অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড নবায়নের বিষয়ে আপিলের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত

পর্যবেক্ষণ

- ডাটাবেজ করার ক্ষেত্রে 'প্রকৃত সাংবাদিক' কারা, তা কোন মানদণ্ডে নির্ধারণ করা হবে এবং কে নির্ধারণ করবে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা
- সচিবালয়ে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে কতজন সাংবাদিক অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য আপিল করেছে এবং কতজনকে অ্যাক্রিডিটেশন দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য প্রকাশ না করা
- 'সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬'-এ "ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য" অপরাধ হিসেবে গণ্য, যার অপব্যবহারের মাধ্যমে বাকস্বাধীনতা লঙ্ঘনের আশঙ্কা
  - সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতামত প্রকাশকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার, হয়রানি ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ- যেমন প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে একাধিক ব্যক্তি আটক
  - ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার অব্যাহত
- নাগরিকদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করার কাজে ব্যবহৃত বিতর্কিত এনটিএমসি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে বিলুপ্ত করার পদক্ষেপ নিলেও বর্তমান সরকারের এই সংস্থার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া; এনটিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৯৫ কোটি টাকার সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদন

গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা...

পর্যবেক্ষণ...

- সাংবাদিক নির্যাতন অব্যাহত; বিএনপি সরকারের ১০০ দিনে মোট ১৩০টি ঘটনায় ১৮৮ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত, ১২ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা ৭ জন গ্রেফতার
- অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিক নির্যাতনে দলীয় নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ততা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা
- একটি গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব; নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের গণমাধ্যম অফিসে বিক্ষোভ
- জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে ‘হয়রানিমূলক মিথ্যা’ মামলায় গ্রেফতার হওয়া অনেক সাংবাদিকের জামিন না হওয়ার অভিযোগ

তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- অপতথ্য রোধ এবং ডিজিটাল মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে ‘নিউ মিডিয়া’ সংক্রান্ত একটি নতুন কৌশলগত প্রকল্প গ্রহণের ঘোষণা
- ভুয়া তথ্য শনাক্তকরণ, সত্যতা উন্মোচন (ডিবাঙ্কিং) এবং জনগণের কাছে সঠিক তথ্য প্রচার- তিন স্তরের পদক্ষেপের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের লোগো অপব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ানো রোধে নীতিমালা ও আইনি কাঠামো প্রণয়নের ঘোষণা
- সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে একটি কার্যকর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ঘোষণা

পর্যবেক্ষণ

- তথ্য কমিশন গঠন ও তথ্য অধিকার আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি না থাকা
- সরকার গঠনের পর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইট পরিবর্তন করার সময় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ও তথ্য-উপাত্ত অনলাইন থেকে সরিয়ে আর্কাইভ করা
    - ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্যে সরাসরি প্রবেশগম্যতা বন্ধ করা; যা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অন্তরায়
    - যদিও যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদনের প্রেক্ষিতে এসব তথ্য পাওয়া যাবে বলে কর্তৃপক্ষের আশ্বাস

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)	
➢ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দলীয়করণ রোধ ➢ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ক্ষমতায়ন	➢ শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত করা ➢ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা খাতকে ঢেলে সাজানো

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটির পুনর্গঠন, প্রতি বছর বিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্তি ফি বাতিল, লটারির পরিবর্তে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি, শিক্ষকদের প্রতিবন্ধি শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলী নীতিমালা প্রণয়ন

পর্যবেক্ষণ

- মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অব্যাহতি; অব্যাহতি দেওয়ার কোনো কারণ উল্লেখ না করা
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি থাকলেও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ ; ক্ষমতাসীন দলের গুরত্বপূর্ণ পদে থাকা একজনকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ
- সহ-উপাচার্য, ট্রেজারার, ডিন ও প্রভোস্ট পদে রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিবর্তন
- সরকার গঠনের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন, সংঘর্ষ ও সহিংসতা
  - উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি ইস্যুতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন
  - বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র দুইটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতা

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)	
➢ বিনামূল্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ➢ দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ➢ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	➢ প্রত্যেক নাগরিককে ই-হেলথ কার্ড প্রদান ➢ ওষুধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নতি ➢ জাতীয় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- হাম প্রতিরোধে ১.৮৩ কোটি শিশুকে হামের টিকা প্রদান; ১০টি জেলা হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক ভেন্টিলেটর সরবরাহ
- চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপজেলা ও অন্যান্য বড় হাসপাতালে অস্ত্রসহ আনসার সদস্য মোতায়েনের ঘোষণা

পর্যবেক্ষণ

- কিছু হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শন হলেও স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকা
- হামের সংকট অব্যাহত (প্রায় ৬৭ হাজার আক্রান্ত এবং ৪৭২ জনের মৃত্যু); জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ আমলে না নেওয়া, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি, হামে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা এবং টিকা বিষয়ে ভুল, কৌশলী ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি দৃশ্যমান

ব্যাংক ও আর্থিক খাত

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন, ক্ষমতা ও তদারকি শক্তিশালী করা
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর নজরদারি বৃদ্ধি করা
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করা
- ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং পারিবারিক প্রভাবমুক্ত করা
- উচ্চ খেলাপি ঋণ সমস্যা পর্যালোচনা করে দায়ীদের আইনের আওতায় আনা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ

পর্যবেক্ষণ

- পূর্বে ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত, বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য একজন ব্যবসায়ীকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ
- ব্যাংক রেজুলেশন আইন ২০২৬-এ একীভূত হওয়া দুর্বল ব্যাংকের পুরোনো শেয়ারধারীদের কোনো ধরনের জবাবদিহি ব্যতিরেকে আবারও ব্যাংকের মালিকানায় ফেরার সুযোগের বিধান যুক্ত করার মাধ্যমে চিহ্নিত লুটেরাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ
- ব্যাংক খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের ঘাটতি; বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনায় দলীয় ব্যক্তিদের প্রবেশের চেষ্টা
- ঋণ খেলাপিদের ১ শতাংশ নগদ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ পুনঃতফসিল করার সুযোগ প্রদান; পূর্বের চর্চা অব্যাহত
- একক গ্রাহক ঋণসীমায় শিথিলতা; একজন ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের মোট মূলধনের ২৫ শতাংশ ঋণ দেওয়ার সুযোগ (যা পূর্বে ছিলো ১৫ শতাংশ)

সামাজিক নিরাপত্তা

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)	
➢ দরিদ্র পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান ➢ কৃষক কার্ড ও কৃষকদের সার্বিক সুরক্ষা প্রদান ➢ বয়স্ক ও বিধবা ভাতাসহ কয়েকটি সুরক্ষা ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি	➢ সামাজিক সুরক্ষার আওতা সম্প্রসারণ ➢ স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৫৩ হাজার পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ২,৫০০ টাকা করে সহায়তা প্রদান
- প্রাথমিকভাবে ২২ হাজার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে কৃষক কার্ড প্রদান

পর্যবেক্ষণ

- সরকারি কর্মচারীরা ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত দরিদ্রদের বঞ্চনা করেছেন বলে ডেপুটি স্পিকারের অভিযোগ
- কৃষক কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষকদের তালিকার মধ্যে ৫০৪ জনের ব্যাংক হিসাব না থাকা
- সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমণ বাজেট সংস্থান নিয়ে সংশয়

সরকারের অঙ্গীকার (রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহার)

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- খাল খননের উদ্যোগ গ্রহণ করা
- নদী রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- প্রতিটি জেলায় ই-বর্জ্য কারখানা স্থাপন
- মেডিকেল বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা
- দেশের বনাঞ্চলগুলোকে পুনঃজীবিত করা

উদ্যোগ/পদক্ষেপ

- টিআইবির প্রতিবেদনে (২০২৫ সালের ৪ নভেম্বর) উল্লেখ করা বিসিসিটির প্রায় ২,১১০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের তদন্ত চলমান
- খাল খনন ও পুনঃখনন কার্যক্রম শুরু (১৬ মার্চ ২০২৬); ৮১৮.৬০ কিলোমিটার খনন সম্পন্ন (১৫ মে ২০২৬)
- বনায়ন ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ চারা উৎপাদন
- ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা

পর্যবেক্ষণ

- জলবায়ু অর্থায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, বর্জ্যব্যবস্থাপনা, শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য দৃশ্যমান কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি
- নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অঙ্গীকার বাস্তায়নের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ না থাকা

অন্যান্য খাতভিত্তিক পর্যবেক্ষণ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটকে পুঁজি করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুদ ও কালোবাজারির ফলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি; জ্বালানি তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে তিনজনের প্রাণহানি এবং হতাহতের ঘটনা
- তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি; তদারকির ঘাটতির কারণে সরকার-নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি গ্যাস বিক্রি
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সময়সীমা নির্ধারণ করলেও তদারকির ঘাটতির কারণে তা কার্যকরভাবে প্রতিপালিত না হওয়া

সড়ক পরিবহন

- বাস কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ও পরিবহন সমিতির নেতৃত্বে পরিবর্তন; আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টদের স্থলে বিএনপি-সংশ্লিষ্টদের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা
- পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি অব্যাহত; সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী চাঁদাবাজিকে “সমঝোতা” হিসেবে উল্লেখ করায় বিতর্ক সৃষ্টি- সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থতা

অন্যান্য খাতভিত্তিক পর্যবেক্ষণ...

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প

- রাজস্ব খাত সংস্কারে সরকারের কৌশলগত দিকনির্দেশনা অনুপস্থিত
- বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না বলা হলেও দেশীয় অর্থায়নে পদ্মা ব্যারেজ, দ্বিতীয় পদ্মা ও যমুনা সেতু নির্মাণ, নদী ও খাল খননের মতো মেগা প্রকল্পের পরিকল্পনা ও কিছুক্ষেত্রে প্রকল্প অনুমোদন; অথচ তুলনামূলক কম ব্যয়ে তিস্তা প্রকল্পের জন্য বিদেশী অর্থায়নের উদ্যোগ বিতর্কিত
- ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মধ্যে ব্যাংক খাত থেকে সরকারের প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ

সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার

- আদিবাসীদের ভূমি অধিকার আন্দোলনে হামলা ও উচ্ছেদ:
  - মধুপুরে একটি আদিবাসী পরিবারকে রাবারবাগান কর্তৃপক্ষের অস্ত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে উচ্ছেদ
  - গাইবান্ধায় আন্দোলনরত সাঁওতালদের ওপর হামলায় নারী নেত্রীসহ ৫ জন আহত
- ই-হেলথ কার্ডের পাইলট প্রকল্প পরিকল্পনায় প্রান্তিক ও আদিবাসী এলাকা অনুপস্থিত
- প্রান্তিক এলাকায় হামের টিকা নিয়ে প্রচারণা ও যোগাযোগের ঘাটতি; আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হামের টিকা ও চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- জুলাই অভ্যুত্থান ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণরায়ের মৌলিক অভীষ্ট ছিল এমন এক জনকল্যাণমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যা হবে সুশাসিত, জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত
- বিপুল জনরায় নিয়ে গঠিত বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা, নির্বাচনী ইশতেহার এবং প্রচারণাসহ বিভিন্নভাবে জনগণের কাছে প্রদত্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিকসহ যতগুলো অঙ্গীকার করেছে, তার কার্যকর ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ। ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধান একাধিকবার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন
- অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি ঋণের চাপ, দুর্বল ব্যাংকিং খাত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, জনস্বাস্থ্য সংকট ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুন সরকারের যাত্রা শুরু হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েই নতুন সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুসারে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে
- ‘শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা গ্রহণ না করা’, ‘রাষ্ট্রীয় প্রটোকল গ্রহণ না করা’ বা ‘প্রত্যেক মন্ত্রীর কাজের মূল্যায়নের ঘোষণা’, ‘মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কিছু কঠোর নজরদারিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ’ ইত্যাদি পদক্ষেপ বা ঘোষণা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছা ও প্রয়াসের দৃষ্টান্ত, এবং একইসাথে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বৈষম্যবিরোধী চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- সরকার গঠনের প্রথম ১০০ দিনে একদিকে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সরকারের কিছু কার্যকর উদ্যোগ নবগঠিত সরকারের প্রতি জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কিছু বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং যা সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের সদিচ্ছা নিয়ে দ্বিধা ও উদ্বেগের কারণ
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৭টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে দেশে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধসহ জবাবদিহিমূলক সরকার পরিচালনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ রহিত করা বা অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য স্থগিত করার মাধ্যমে কার্যত ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের মোটাদাগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, দুর্নীতি দমন এবং গুম প্রতিরোধসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পেছনে হাঁটার ইঙ্গিত দেয়
- অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত যেসব আইন সামান্য কিছু সংশোধন করে পাশ করা যেত, সরকার তা বাতিল বা স্থগিত করেছে; অন্যদিকে যেসব আইন নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সরকারের হাতকে শক্তিশালী করবে এমন অনেক আইন পাশ করা হয়েছে

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- সরকারের গঠনের ১০০ দিনের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠনের জন্য দৃশ্যমান উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম একটি দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে সরকারের সকল কর্মসূচির মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী কৌশল অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থতার কারণে ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সাফল্যের বিবেচনায় উদ্বেগজনক
- সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা দেওয়া হলেও ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের, আমলাতন্ত্রের ও ব্যবসায়ীসহ প্রায় সকল পেশাজীবীদের অনেকের মধ্যেই দৃশ্যমান "এবার আমাদের পালা" - সংস্কৃতির চর্চা লক্ষণীয়; পুলিশ, প্রশাসন ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় ও গোষ্ঠী বিবেচনায় নিয়োগ, পদায়ন অব্যাহত, যা বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী
- সরকার গঠনের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, 'মব সংস্কৃতি'র বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণা, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেও বিভিন্ন হাট-বাজার, পরিবহন খাত, বাস-স্ট্যান্ড, ট্রাক স্ট্যান্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, চুরি-ছিনতাই ইত্যাদি ঘটনা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান - এসকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি একজন মন্ত্রীর চাঁদাবাজিকে বৈধতাদানের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মান্ধ শক্তির উত্থান ও দেশব্যাপী বহুমত, বহুধর্মী, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর সহিংস ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা নির্বাচিত সরকারের আমলেও অব্যাহত রয়েছে, যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শাহ আলীর মাজারে এবং কুষ্টিয়ায় একজন পীরের ওপর হামলা। যা মুক্তচিন্তা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈচিত্রের সহাবস্থান এবং সহিষ্ণু আচরণের ধারক ও বাহক তথা সকল দেশবাসীর জন্য অশনিসংকেত
- সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন শুরু করলেও খাত ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম-দুর্নীতিবিরোধী কঠোর ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও দিকনির্দেশনার ঘাটতি, অব্যবস্থাপনা ও দলীয় প্রভাব অব্যাহত, ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক কোনো কর্মকৌশলের অভাবে যা কার্যত বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার পূরণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করার ঝুঁকি তৈরি করছে
- অন্যদিকে রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থার প্রত্যাশা পূরণের পথে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি, নীতিগত ও প্রক্রিয়াগত প্রতিবন্ধকতার অন্যতম ক্ষেত্র আমলাতান্ত্রিক ঝুঁকি নিরসনের সক্ষমতার ঘাটতি উদ্বেগজনক
- সার্বিক বিবেচনায় সরকারের ১০০ দিন একদিকে আশাজাগানিয়া ও সম্ভাবনাময়, এবং অন্যদিকে সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা পূরণে সুনির্দিষ্ট পথরেখা বা উদ্যোগের ঘাটতি বিবেচনায় উদ্বেগজনক

ধন্যবাদ

অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন চিত্র

অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন	মার্চ, ২০২৬	এপ্রিল, ২০২৬	মে, ২০২৬*	মোট
ডাকাতি	৩৯টি	৫১টি	৪২টি	১৩২টি
ছিনতাই	১৪২টি	১৫২টি	১৬৭টি	৪৬১টি
খুন	৩১৭টি	২৮৮টি	৩১০টি	৯১৫ টি
দাঙ্গা	০	৩টি	৪টি	৭ টি
অপহরণ	১০২টি	৯৪টি	৯০টি	২৮৬ টি
পুলিশের ওপর হামলা	৬৩টি	৬৬টি	৫৫টি	১৮৪ টি
চুরি	১,১৪১টি	১,০৭৩টি	১,০৬৪টি	৩,২৭৭ টি
নারী ও শিশু নির্যাতন	১,৪৮৫টি	২,০১১টি	১,৯৫২টি	৫,৪৪৮ টি
ধর্ষণের শিকার	৪৩-৪৮জন	৩৫-৫৪জন	৫৯-৮৩ জন	১৩৭-১৮৫ জন
গণধর্ষণের শিকার	১৬-১৯ জন	১৪-১৭ জন	১২-১৭ জন	৪২-৫৩ জন
ধর্ষণের শিকার শিশু	২৯- ৪১ জন	২০-৩০ জন	৩৩-৫৭ জন	৮২-১২৮ জন

* গবেষণার সময়সীমা ২৭ মে ২০২৬ পর্যন্ত করা হলেও, এ সময় পর্যন্ত পৃথক তথ্য না থাকায় মে মাসের ক্ষেত্রে পুরো মাসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। **তথ্যসূত্রঃ** *বাংলাদেশ পুলিশ; হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস); মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ); আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)*

অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন	মার্চ, ২০২৬	এপ্রিল, ২০২৬	মে, ২০২৬*	মোট
গণপিটুনি ও মব সহিংসতা	২৫-৩৬টি	৪৪টি	৬৬টি	১৩৫-১৪৬টি
গণপিটুনিতে নিহত	১৩-২০ জন	১৮-২২ জন	২৮-৩২ জন	৫৯-৭৪ জন
গণপিটুনিতে আহত	৩১-৩৮ জন	৩৯-৪৯ জন	৬৮-৭১ জন	১৩৮-১৫৮ জন
কারা হেফাজতে মৃত্যু	৯-১২ জন	৫-৬ জন	৭-১০ জন	২১-২৮ জন
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতনে আহত	০ জন	৫ জন	০ জন	৫ জন
বিচারবহির্ভূত হত্যা	১ জন	০	১ জন	২ জন
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার	২ জন	৫ জন	২ জন	৯ জন

গবেষণার সময়সীমা ২৭ মে ২০২৬ পর্যন্ত করা হলেও, এ সময় পর্যন্ত পৃথক তথ্য না থাকায় মে মাসের পুরো মাসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: *বাংলাদেশ পুলিশ; হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস); মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ); আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)*